বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজে গোষ্ঠী প্রথার কিছু দিক

হেলাল উদ্দিন খান আরেফিন*

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের গ্রামের আত্মীয়তার সম্পর্কের স্বরূপের উপর। অবশ্য এ প্রবন্ধে আত্মীয়তা সম্পর্ক সীমিত পরিবারে আলোচনা করা হবে ; বিশেষ করে আমি একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করব। এ বিষয়টি হল বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজে বংশ বা গোষ্ঠীর ধারা এবং সাম্প্রতিককালে এ ধারার পরিবর্তন। নৃবিজ্ঞানে আত্মীয়তা সম্পর্ক গবেষণায় প্রাধান্য আছে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের তুলনায় ; এমনকি সমাজ বিজ্ঞানের তুলনায়। বিশেষ করে আমাদের মত কৃষক সমাজে এর গবেষণা বেশ গুরুত্বপূর্ণ কেননা এখন ও আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামীন সমাজের সামাজিক সম্পর্কগুলো আত্মীয়তার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। এ ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হবে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম সমাজের আত্মীয়তার সম্পর্কের ধারার উপর এথনোগ্রাফীক (ethnographic) উপাত্ত প্রদান করা কেননা এ বিষয়ের উপর খুব কমই গবেষণা হয়েছে। এখানে এ কথা বলা দরকার যে দক্ষিণ এশিয়ার নৃবিজ্ঞান সম্পকীয় গবেষণায় বর্ণ প্রথা সম্পকীয় প্রত্যয় সমূহ বেশী প্রাধান্য পাচ্ছে। হামজা আলাভী[১] একজন খ্যাতনামা সামাজিক নৃবিজ্ঞানী যিনি ভারতবিদদের ধরনের সরলীকরণ ধারণাকে খণ্ডন করেছেন এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের গ্রামীন সমাজ গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন যে ধর্ম প্রথা এবং এর আনুষাংগিক প্রত্যয়গুলো পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়। বরং তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে পশ্চিম পাঞ্জাবের গ্রামীন সমাজের বৈশিষ্ট হল সেখানকার জটিল

---

* সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আত্মীয়তার সম্পর্ক। এমনিভাবে আমিও বলতে চাই যে বর্ণ প্রথা এবং এর আনুষাংগিক প্রত্যয়সমূহ বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের বৈশিষ্টা-বলী নয়। তবে এ কথা ঠিক হবে না যে আমি পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলিম সমাজের সাথে বাঙ্গালী মুসলিমদের ধর্মীয় কারণে একভাবে দেখছি। বরং আমার উদ্দেশ্য হল বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের স্বকীয় বৈশিষ্টগুলো তুলে ধরা যদিও ধর্মীয় দিক থেকে পাঞ্জাবী মুসলিম ও বাঙ্গালী মুসলিম এক ধর্মের অনুসারী। বস্তুতঃ বার্তোচি, ইসলাম জাহাঙ্গীর ও আমি বাঙ্গালী মুসলিমদের ক্ষেত্রে বর্ণ প্রথা এবং এর আনুষাংগিক প্রত্যয়গুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় পোষণ করছি।[২] যদিও এ বিষয়ের উপর বিতর্ক রয়েছে। এখানে বলা দরকার যে আমি আমার অন্য লেখায় এ বিষয়ের উপর মতামত উত্থাপন করেছি।[৩] এ প্রবন্ধে উপরিল্লেখিত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গ্রামীন মুসলিম সমাজের আত্মীয়তা সম্পর্কের উপর আলোচনা এবং এর জটিল কাঠামোর উপর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার প্রয়াস। এ প্রবন্ধে আমি শুধুমাত্র আত্মীয়তা সম্পর্কের উপর এথনোগ্রাফীক উপাত্ত আশা করছি না বরং প্রচ্ছন্নভাবে বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজের সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ধারা কিছু মাত্রায় দেখানোর চেষ্টা করেছি। সবশেষে আমি আশা করছি যে এ প্রবন্ধে শুধুমাত্র বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের আত্মীয়তা সম্পর্কের ধারার উপর অবদান রাখবেনা বরং দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম সংস্কৃতির উপরও অবদান রাখবে কেননা এ জনগোষ্ঠী এবং সংস্কৃতির উপর তুলনা-মূলকভাবে খুব কম সংখ্যক গবেষণা হয়েছে।

এ প্রবন্ধের তথ্য শিমুলিয়া গ্রাম থেকে সংগ্রহীত হয়েছে। শিমুলিয়া ঢাকা শহরের উপকন্ঠে একটি গ্রাম। আমার তথ্য সংগ্রহের সময় কাল ১৯৭৭-৭৮। এ গবেষণায় আমি মূলতঃ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (participant observation) ব্যবহার করেছি। এখানে বলা দরকার যে শিমুলিয়া গ্রাম বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের মত নয়, এ গ্রাম ঢাকা শহরের শিল্প অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। এ ছাড়া ইহা ঢাকা নারায়নগঞ্জ ডেমরা (DND) সেচ প্রকল্পের[৪] মাঝে অবস্থিত এবং এর ফলে সেখানে শুধুমাত্র ঐতিহ্যবাহী কৃষি কৌশল পরিবর্তন হয়নি বরং উৎপাদন ও বেড়েছে। যেমন বর্তমানে কৃষিতে উকশী ধানের (HYV) প্রচলন হয়েছে যার ফলে ২—৩টি ফসল বৎসরে উৎপাদিত

হচ্ছে। সর্বোপরি কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ২০০% উপর। এ ছাড়া এ গ্রামের গত ৩৩ বৎসরের (১৪৪৫—৭৮) কৃষি বিন্যাশের ধারা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে গ্রামের শ্রেণী কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ষাট দশকের পরে সেখানে একটি নব্য মুসলিম ধনী কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যাদের আচরণে পুঁজি-বাদী ধারা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে এরা কৃষিকে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড হিসাবে নিয়েছে এবং কৃষিতে অধিকতর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ যেমন রাসায়নিক সার, উফশী বীজ, ইত্যাদি ব্যবহার করছেন। এর সাথে এরা নিম্ন মজুরীর মজুর নিয়োগ করছে। এ শ্রেণী বর্তমানে প্রচুর উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করছে এবং এ উদ্বৃত্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় এবং জমি কেনাতে বিনিয়োগ করছে। এ প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ের উপর আলোক-পাত করব না কেননা এ বিষয় আমি আমার অন্য গবেষণায় আলোচনা করেছি।[৫]

১৯৭৮ সনে শিমুলিয়া গ্রামের অধিকারী ছিল ২৫৫৬ জন এবং এদের মধ্যে ১,৮৩১ জন মুসলমান এবং ৫২৩ জন হিন্দু। এ ছাড়া এ গ্রামে ২০২ জন বাসিন্দা আছে যারা শিমুলিয়া গ্রামে বহিরাগত অর্থাৎ এরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে এবং বাসস্থান সেখানে নির্মাণ করেছে। এরা বস্তুতঃ শিমুলিয়া গ্রামের সামাজিক সংগঠনের আওতায় আসে না এবং শিমুলিয়া বাসীগণ এদেরকে 'নতুন' পাড়ার বাসিন্দা হিসাবে ডেকে থাকে। এদের সাথে গ্রামের অর্থনীতির কোন সম্পর্ক নেই কেননা এখানকার বাসিন্দাগণ ঢাকা শহরে চাকুরী করে তাদের জীবন নির্বাহ করে থাকে। বস্তুতঃ এদের সাথে শিমুলিয়া গ্রামবাসীদের সামাজিক লেন দেন নেই বললেই চলে। এ ছাড়া আমি আমার আলোচনা থেকে গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়কে বাদ দিয়েছি মূলতঃ তাদের সামাজিক সংগঠন মুসলিম সম্প্রদায় থেকে ভিন্নতর কারণে। সুতরাং আমার আলোচনায় মূলতঃ শিমুলিয়া মুসলিম আত্মীয়তা সম্পর্কে গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়েই হবে।

বাংলার[৬] হিন্দু ও মুসলিম আত্মীয়তা সম্পর্ক গবেষণায় এ দু'ধারার মধ্যে মিল ও অমিল লক্ষ্য করা যায়। যদিও এ কথা সত্যিই যে দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম আত্মীয়তা সম্পর্কের গবেষণায় সংখ্যা

খুবই কম, এ সত্ত্বেও, যে অল্প সংখ্যক গবেষণা হয়েছে তাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মুসলিম আত্মীয়তা সম্পর্কের ধারা হিন্দুদের থেকে আলাদা প্রতিপন্ন হয়েছে।[৭] ফ্রুজেটি (Fruzetti), ওসটর (Ostor), ইণ্ডেন ও নিকোলাস (Inden and Nicholas) বাঙ্গালী হিন্দু আত্মীয়তা সম্পর্ক গবেষণায় ডেভিড স্নাইডারের (David Schneider) সাংস্কৃতিক মডেল (cultural model) ব্যবহার করেছেন।[৮] উপরোল্লেখিত গবেষকগণ বাঙ্গালী হিন্দু আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কঠোর প্রত্যক্ষ নীতিমালা (explicit rigid rules) লক্ষ্য করেছেন। তবে মুসলিম আত্মীয়তা সম্পর্কের ধারায় খুব কম কঠোর প্রত্যক্ষ নীতিমালা লক্ষ্য করা যায়।[৯] যদিও এ কথা সত্যিই যে উভয় ধারায় অনেকাংশেই একই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে সংস্কৃতিগত ভাবে এদের অর্থ ভিন্ন।[১০] স্থানের স্বল্পতার জন্য আমি শুধুমাত্র গোষ্ঠী প্রথার কিছু বৈশিষ্ঠ্যাবলীর উপর আলোচনা করব।

গোষ্ঠী (Lineage) : শিমুলিয়া গ্রামে গোষ্ঠী বা বংশকে স্থানীয় গোষ্ঠী বলা হয়। গোষ্ঠী প্রত্যয়টি মূলতঃ সংস্কৃতি শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ সংগঠন। পারিবারিক সম্পর্ক, আত্মীয় এবং নিকটতম আত্মীয় বর্গ (kindred)। বংশ প্রত্যয়টি সংস্কৃত বংশ (vamsa) থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ দাড়ায় রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা। তবে তুলনামূলক ভাবে গোষ্ঠী প্রত্যয়টির পরিসর বংশ থেকে বড় কেন না গোষ্ঠী প্রত্যয়টিতে বৈবাহিক সম্পর্কের কথাও রয়েছে। এ ছাড়া এতে পিতৃস্থানীয় বংশাবলীর সম্পর্কের উপর জোর তেমন নেই। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে যদিও বুৎপত্তিগতভাবে ঐ দু'টো প্রত্যয়ের অর্থ ভিন্ন, কিন্তু শিমুলিয়া গ্রামের মুসলিমদের ক্ষেত্রে এদের অর্থ এক এবং পিতৃ গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ আমার ধারণা সারা বাংলাদেশের মুসলিমদের গোষ্ঠী সংগঠনের ক্ষেত্রে এ ধারা বিদ্যমান।

শিমুলিয়া গ্রামে একটি গোষ্ঠী[১১] বা বংশ হল একদল লোক যারা পিতৃসূত্রীয় বংশাবলীর মাধ্যমে একে অপরের সাথে রক্ত সম্পর্কে যুক্ত। শিমুলিয়ার ক্ষেত্রে আমি গোষ্ঠী এবং বংশকে এক অর্থে ব্যবহার করেছি কেননা এরা একই অর্থ বহন করে থাকে। এরা সবাই মিলে একটি নিকট বাসস্থানে বাস করে যাকে বাড়ী

বলা হয়। তবে একটি গোষ্ঠীর দুই বা ততোধিক বাড়ী থাকতে পারে। সেটি অবশ্য নির্ভর করে গোষ্ঠীর জনসংখ্যার উপর।

আদর্শ কাঠামো হিসাবে শিমুলিয়া গ্রামের গোষ্ঠী বা বংশের ধারা হল পিতৃসূত্রীয় কিন্তু বাস্তবে আমরা মাতৃকূলের এবং বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয় স্বজনের গুরুত্ব লক্ষ্য করে থাকি।[১২] সুতরাং আমি শিমুলিয়াতে গোষ্ঠী কাঠামোকে আদর্শ মডেল হিসেবে দেখছি না। যেমন কিছু বাড়ীতে এমন সব পরিবার রয়েছে যারা পিতৃসূত্রীয় গোষ্ঠী সম্পর্কের বাইরে। শিমুলিয়া গ্রামে আমরা কিছু ঘর জামাই দের পাই যারা তাদের স্ত্রীকুলের বাড়ীতে আবাসস্থান স্থাপন করেছে। আমি এখানে ঘর জামাই প্রত্যয়টি ব্যবহার করছি—কিন্তু ইউক্সোরি-লোকাল (uxorilocal) আবাস স্থান ব্যবহার করছি না কেননা শিমুলিয়া এবং সারা বাংলার মুসলিম কৃষক সমাজের মধ্যে এ প্রত্যয়টির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সাধারণতঃ ইউক্সোরিলোকাল আবাসস্থান মাতৃসূত্রীয় সমাজে বিদ্যমান[১৩] কিন্তু শিমুলিয়া মুসলিম সমাজে এ ধরণের মাতৃসূত্রীয় আবাসস্থানের সংস্কৃতিগত কোন নীতিমালা নেই। তবে ঘর জামাই আবাসস্থান সাধারণ নীতিমালা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং অসাধারণ দেখে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শিমুলিয়াতে আমি দু'টো কারণে ঘর জামাইদের সংগঠিত হতে দেখেছি ; প্রথমতঃ কারু যদি পুত্র সন্তান না থাকে সে ক্ষেত্রে মেয়েকে সাধারণতঃ বাইরের কোন গোষ্ঠীর ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক সময় ঘর জামাইকে শ্বশুর সম্পত্তি লিখে দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে লিখে দেয় না। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঘর জামাইর সন্তানগণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। এখানে বলা আবশ্যক যে বাঙ্গালী মুসলিমদের ক্ষেত্রে চাচাত, ফুফাত, মামাত ও খালাত ভাইগণ ও ঘর জামাই হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে যদি তারা বিয়ের পর মেয়ের গৃহে আবাসস্থান স্থাপন করে থাকে। দ্বিতীয় ধরণের ঘর জামাই বিয়ে সংগঠিত হয়ে থাকে ছেলে উত্তরাধিকারী থাকা সত্ত্বেও। যেমন শিমুলিয়াতে একজন মধ্য চাষী তার দু'টো অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র সন্তান থাকা সত্ত্বেও বড় মেয়েদের জন্য ঘর জামাই নিয়ে আসে। এ বিয়ের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যে মধ্যচাষী তার এক দূর সম্পর্কীয়

গরীব আত্মীয়কে ঘর জামাই হিসাবে তার বড় মেয়েকে বিয়ে দেয়। এ বিয়েতে সে তার জামাইকে ১ পাখী (৩০ একর) জমি দেবার প্রতিজ্ঞা করে। এখন ঘর জামাই পুরাপুরি ভাবে তার গৃহস্থালী দেখাশুনা করে আসছে। সে নিজে জমি বেচা কেনার দায়ীত্বে নিয়োজিত বলে তাকে গৃহস্থালী তদারকীর কাজে কোন চাকর অথবা ম্যানেজার নিয়োগ করতে হয়নি। এতে মধ্য চাষীর অতিরিক্ত খরচ বেঁচে গেল।[১৪] তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে ঘর জামাই বিয়ের সংখ্যা শিমুলিয়া গ্রামে খুবই কম। আমি শিমুলিয়া গ্রামের ৩২৩টি বিয়ের মধ্যে মাত্র ৪টি বিয়ে পেয়েছি যেগুলোকে বলা যাবে ঘর জামাই বিয়ে।

আদর্শগতভাবে (ideally) গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের জন্য একে অপরের সংগে নিবিড় সম্পর্ক থাকা উচিৎ। বস্তুতঃ গ্রামের লোকজন গোষ্ঠী সম্পর্ককে আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং প্রায়ই বলে থাকে যে আগে গোষ্ঠী সংহতি অনেক শক্ত ছিল ; বর্তমান সময়ের গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে দুর্বল সম্পর্কের ইংগিত দিয়ে তারা এ কথা বলে। তবে এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে মুসলিমদের মাঝে গোষ্ঠী সংগঠন হিন্দুদের তুলনায় অনেক শিথিল বিশেষ করে এর নীতিমালার ক্ষেত্রে। বাজার অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার ফলে আত্মীয়তা সম্পর্কে ভাংগন লক্ষ্য করা যাচ্ছে ফলে গোষ্ঠীর সংহতি অনেকাংশে দুর্বল হয়ে গিয়েছে এবং শ্রেণী বিন্যাসের উদ্ভব হয়েছে।

শিমুলিয়ার গোষ্ঠীকে সংস্থামূলক (corporate) দল বলা যাবে না। অবশ্য বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের এথনোগ্রাফীতে এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫] গোষ্ঠীর মধ্যে পরিবারকে সুনির্দিষ্টভাবে একটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে এবং সীমিত পর্যায়ে গোষ্ঠীর মর্যাদাবহনকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। একটি গোষ্ঠীর সাথে প্রত্যেকটি পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থা ভিন্নতর হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে একই গোষ্ঠীর মধ্যে ধনী এবং গরীব পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে। এটি মূলতঃ গোষ্ঠীগুলোর কাঠামো সংস্থামূলক না হাওয়ার কারণে সংগঠিত হচ্ছে কেননা এখানে ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে যার ফলে প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য হতে বাধ্য। এ ধরনের প্রক্রিয়া হয়ত আদিম

সমাজে সম্ভব নয় কেননা সেখানে সংস্থামূলক মালিকানা বিদ্যমান (corporate ownership), অর্থাৎ পুরো গোত্র (clan) অথবা সম্প্রদায় সমভাবে সমাজের সম্পদ ভোগ করতে পারে। যেমন এক কালে গাড়ো এবং আফ্রিকার বেশ কিছু উপজাতিদের মাঝে প্রচলন ছিল ফলে এদের মাঝে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় নি।[১৬] শিমুলিয়াতে ষাট দশকের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সামাজিক অসমতা অনেকাংশে বেড়ে যায়। ফলে গোষ্ঠীর মধ্যে ধনী এবং গরীব পরিবারের অর্থনৈতিক সম্প্রীতি খুব কমই লক্ষ করা যায়। সাধারণতঃ গোষ্ঠীর মধ্যে ধনী পরিবার গরীব পরিবারদের দারিদ্রতা লাঘব করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় না। এমন কি সামাজিক অনুষ্ঠানাদি যেমন বিয়ে, ঈদ, মিলাদ ইত্যাদীতে গোষ্ঠীর ধনী সদস্যগণ গরীব সদস্যদের অনুষ্ঠানাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে না। এ ধরনের অসংস্থা-মূলক বৈশিষ্ট্যাবলী গোষ্ঠীর আচরণকে ভিন্নতর করেছে—অর্থাৎ সদস্য-বৃন্দের গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে পিতৃসূত্রীয় ধারা থেকে বিচ্যুত করেছে। বরং দেখা গেছে যে বৈবাহিক সূত্রের এবং বন্ধুত্ব জাতীয় সম্পর্কের গুরুত্ব বেশী ফলে মনে হচ্ছে যে দ্বিপাক্ষিক বংশাবলীর (bilateral descent) কিছু বৈশিষ্ট্যাবলী পরিলক্ষিত হচ্ছে শিমুলিয়ার পিতৃসূত্রীয় বংশাবলীর ধারায়। শিমুলিয়া গ্রামে বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়দের ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যদি সে সমস্ত আত্মীয় স্বজনগণ ধনী, শিক্ষিত, শহরে বসবাসকারী এবং খান্দানীদের পর্যায়ে পড়ে। এর ফলে সেখানকার গোষ্ঠী সংগঠনকে নিরংকুশ ভাবে পিতৃসূত্রীয় বংশবলী বলা যায় না বরং দ্বিপাক্ষিক বংশাবলীর (bilateral descent) পর্যায়ে পড়ে। এ ছাড়া যদি কোন গোষ্ঠীর বেশীর ভাগ পরিবারের অবস্থা ভাল হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে আত্মীয়তা সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকে। অন্যদিকে গোষ্ঠীর মধ্যে পারিবারিক দারিদ্রতা আত্মীয়তার সম্পর্কে চিড় ধরায়। যেমন বলা যায় যে নিকটতম আত্মীয়তা (kindred) দুই পুরুষের বেশী ঘনিষ্ঠ থাকে না। বস্তুতঃ গোষ্ঠীর অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আনুগত্যবোধ এ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত কম।

শিমুলিয়া গ্রামের অসংস্থামূলক (non-corporate) গোষ্ঠী কাঠা-মোর জন্য এর সম্পত্তি নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে রাখবার জন্য অন্ত-

বিবাহের নীতিমালা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে (preferential) প্রচলিত নেই যা আমরা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য মুসলিমদের মাঝে দেখতে পাই।[১৭] আমি লক্ষ্য করেছি যে শিমুলিয়া গ্রামে গোষ্ঠীর সদস্যগণ কাগজে জমি বিক্রি করে থাকে এতে গোষ্ঠী সদস্যগণ তেমন বাধা অথবা চাপ সৃষ্টি করে না।

গোষ্ঠী পদবী (Patronyms)ঃ শিমুলিয়ার মুসলিম গোষ্ঠী সনাক্তকরণ বেশ সমস্যামূলক বিশেষ করে গ্রামের বাইরের মানুষের জন্য। অবশ্য এ ধরনের সমস্যা সম্ভবতঃ বাংলাদেশের মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ হল গোষ্ঠীর কোন "ধননাম" বা যথাযথ পদবী নেই যা হিন্দু সমাজে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষণীয়। শিমুলিয়া গ্রামের ২২টি গোষ্ঠীর মধ্যে ১০টির পদবী রয়েছে এবং বাকী ১২টির কোন পৈতৃক পদবী নেই, এবং এদেরকে বিভিন্ন-ভাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তেমন গ্রামের মধ্যে পিতৃসূত্রীর আবাস স্থানের কোথায় অবস্থান বা গোষ্ঠীর কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে পরিচিতি লাভ করে। এ সত্বেও গ্রামের লোকের গোষ্ঠী সদস্যদের সনাক্ত করা কোন অসুবিধা হয় না, তারা সহজেই বলতে পারে কে কোন গোষ্ঠী থেকে এসেছে যদিও বেশীর ভাগ গোষ্ঠীর কোন যথাযথ পদবী নেই।

এ ক্ষেত্রে বলা দরকার যে শিমুলিয়া গ্রামে গোষ্ঠী পদবী রাখার ব্যাপারে কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই এবং উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে বেশীর ভাগ গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট কোন পদবী নেই। তবে এখানে বলা দরকার যে এ ধরনের বাস্তবতা সম্ভবতঃ সারা বাংলাদেশের মুসলিম গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শিমুলিয়া গ্রামে আমরা ১০টি গোষ্ঠীর যথাযত পদবী লক্ষ্য করেছি। এ পদবীগুলো হলো সাউদ (১টি), খান (২টি), ভূঁইয়া (৩টি), খন্দকার (১টি), মুন্সি (১টি) এবং বেপারী (২টি)। সাউদ পদবী বাংলা শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ ব্যবসায়ী।[১৮] শিমুলিয়া গ্রামে একটি মাত্র গোষ্ঠী এ পদবী ব্যবহার করে, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যাদের বয়েস ৫০ এর উপরে। তবে বয়েসে যারা যুবক এবং বিশেষ করে শিক্ষিত তারা সবসময় এ পদবী ব্যবহার করে না। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ২২টি গোষ্ঠীর বংশ ধারার (geneaology) পদবীর তথ্য সংগ্রহ

করার পরে জেলা থেকে যে শিমুলিয়া গ্রামের কয়েকটি গোষ্ঠীর কিছু সংখ্যক সদস্যবৃন্দ তারা জীবনের বিভিন্ন সময়ে সাউদ পদবী ব্যবহার করেছে যখন তারা জামদানীর কারিগর হিসেবে কাজ করেছে। তথ্য থেকে বলা যায় যে সাউদ পদবী জামদানী শাড়ী শিল্পের সাথে জড়িত কেননা আমরা জানি যে সাউদ গোষ্ঠীর এক সময় গ্রামে বেশ বড় জামদানীর[১৯] কারখানা ছিল এবং গ্রামের অনেক গরীব পুরুষ ও মহিলা ঐ জামদানী কারখানায় কাজ করত। আমি এমন দু'চার জন পুরুষ ও মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা ঐ কারখানার কারিগর হিসাবে কাজ করেছে, অবশ্য তাদের বয়েস বর্তমানে ষাটের উপরে।

খান পদবী ফার্সী থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ মুনিব বা শাসক। শিমুলিয়া গ্রামে আমি দু'টো গোষ্ঠী পেয়েছি যারা যথাযথ ভাবে খান পদবী ব্যবহার করে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে এ পদবীতে অভিজাত্যের রেশ রয়েছে তবে শিমুলিয়াতে যে দু'টো গোষ্ঠী খান পদবী ব্যবহার করেছে সে গুলোকে কোন মতেই অভিজাত বা খান্দানী গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য করা যাবে না। তবে একটি খান গোষ্ঠীর তিন জন সসস্য সাম্প্রতিক কালে বেশ বিত্তবান হয়েছে এবং শিক্ষা দীক্ষায় এগিয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া এরা তাদের পুত্র ও কন্যাদের শহরে শিক্ষিত এবং খান্দানী পরিবারের সাথে বিয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি করছে। এ সত্ত্বেও গ্রামের লোক তাদের উঠতি অবস্থার উপর কটাক্ষ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তবে অন্য খান গোষ্ঠীর সদস্যদের অবস্থা ভাল নয়, ফলে তাদের পক্ষে মর্যাদা অর্জন করা মোটেই সম্ভব নয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে খান পদবীতে শব্দগত ভাবে যত অভিজাত্য থাকুক না কেন শিমুলিয়া গ্রামের ক্ষেত্রে এরা নিচু বংশজোত।

ভূঁইয়া পদবী বাংলা শব্দ ভূমি থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে এ পদবী প্রাক মোগল এবং প্রথম পর্যায়ের মোগল আমলের প্রখ্যাত "বার ভূঁইয়া" পরিবারের সাথে সংযুক্ত।[২০] শিমুলিয়া গ্রামে ৩টি ভূঁইয়া গোষ্ঠী আছে তবে এদের সাথে উপরিল্লেখিত রাজস্ব সম্পর্কীয় পদবীর কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। এদের মধ্যে দুই গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ যথাযত ভাবে পদবী ব্যবহার করে

থাকে ; তবে তৃতীয় ভূঁইয়া গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ খুব কমই এ পদবী ব্যবহার করে থাকে। যেমন এ গোষ্ঠীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ভূঁইয়া পদবী ব্যবহার করেন না, তিনি মুন্সি পদবী ব্যবহার করে থাকেন। এখানে বলা দরকার যে শিমুলিয়া গ্রামের সত্যিকার মুন্সি গোষ্ঠীকে খানদানী হিসাবে গ্রামের লোক গণ্য করে থাকে। আমি পরে এ বিষয়ে আলোচনা করব। যা হোক, প্রথম দুই ভূঁইয়া গোষ্ঠীকে গ্রামে মর্যাদাবান বা খান্দানী রূপে গণ্য করা হয় না। যদিও এদের মধ্যে একটি ভূঁইয়া গোষ্ঠীর সদস্যদের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃতভাবে ভাল তবুও লোকজন এ গোষ্ঠীর লোকজনের আচার আচরণ নিয়ে কটাক্ষ করে থাকে। যেমন গ্রামের লোক এদের সম্পর্কে প্রায়ই মন্তব্য করে থাকে যে এরা 'উদ্ধত' এবং 'ঠকবাজ' প্রকৃতির। এ সত্ত্বেও এখানে উল্লেখ করা উচিৎ যে এ গোষ্ঠীর দুইজন সদস্য বিত্তবান (একজনের জমির পরিমাণ ১২ এবং অপর জনের ৯.৬০ একর), এরা গ্রামের মাতবর এবং এদের মাঝে একজন ইউনিয়ন পরিষদে সদস্যও নির্বাচিতও হয়েছিল। অপর ভূঁইয়া গোষ্ঠীও গ্রামে মর্যদাবান বা খান্দানী গোষ্ঠী রূপে গণ্য হয় না। দ্বিতীয় ভূঁইয়া গোষ্ঠীর মত এ গোষ্ঠীর সদস্যগণ তেমন বিত্তবান নয় বরং বেশীর ভাগই গরীব। গ্রামের লোক এদের সম্পর্কেও কটাক্ষ করতে পারে না। যেমন এ গোষ্ঠীর কিছু সংখ্যক সদস্য সম্প্রতি গরু চুরিতে নিয়োজিত ছিল। গ্রামের লোক এ গোষ্ঠীর সবচেয়ে বিত্তবান ব্যক্তি (যার ২৪ একর জমি ছিল) সম্পর্কে মন্তব্য করে থাকে যে তিনি একবার গরু চুরিতে হাতে নাতে ধরা পড়েছিলেন।

মুন্সী পদবীটি আরবী শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ হ'ল কেরানী। কিন্তু শিমুলিয়া এবং সারা বাংলাদেশে এ পদবী কোন না কোন ভাবে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সংযুক্ত ফলে এরা খান্দানী বা কুলীন রূপে পরিগঠিত হয়ে থাকে। তবে শিমুলিয়া গ্রামের ক্ষেত্রে এ কথা বলা দরকার যে মুন্সী গোষ্ঠীর মাত্র একটি অংশ মুন্সী পদবী ব্যবহার করে থাকে, অর্থাৎ গ্রামের আশে পাশের লোকজন এ বংশের আবাসস্থান কে (বাড়ী) মুন্সী বাড়ী রূপে সনাক্ত করে থাকে। এ গোষ্ঠীর অন্য দুই অংশের সদশ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন পদবী ব্যবহার করে থাকে। এখানে বলা দরকার যে শিমুলিয়া গ্রামে আমার ফিল্ডওয়ার্কের প্রাথমিক

পর্যায়ে আমার ধারণা ছিল এরা তিনটি ভিন্ন গোষ্ঠী। এমনকি গ্রামের লোকজনও আমাকে সুনির্দ্দিষ্টভাবে কিছু বলেনি। এ অংশগুলো যে মুন্সী গোষ্ঠীর অংশ সেটা ধরা পড়ে যখন আমি গোষ্ঠীর বংশপদবীর উপর তথ্য সংগ্রহ করছিলাম। তবে আমি লক্ষ্য করেছি যে অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী সদস্যগণের কাছে এ তিন অংশের পিতৃসুত্রীয় গোষ্ঠী সম্পর্কের (agnatic relations) ধারণা নেই বললেই চলে। এখানে বলা দরকার যে বাইরে থেকে এদের মাঝে পিতৃসুত্রীয় গোষ্ঠী সম্পর্ক আছে যে তা বুঝবার উপায় খুবই কম। যেমন এ তিনটি অংশের সদস্যগণ এক ধরণের পদবী ব্যবহার করে না। আমি অনেক উল্লেখ করেছি যে এ গোষ্ঠীর একটি অংশের সদস্যগণ মুন্সী পদবী ব্যবহার করে থাকে। তবে অন্য দুই অংশের মধ্যে এক অংশের সদস্যগণ মিয়া (ফার্সী শব্দ থেকে এসেছে, ঃ অর্থ মর্যাদা) পদবী ব্যবহার করে থাকে। তবে তৃতীয় অংশের সদস্যগণের পদবী ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন কোন ধারাবাহিকতা নেই। যেমন এরা কেউ কেউ সাউদ, মিয়া অথবা কোন পদবীই ব্যবহার করে না। উপরে বর্ণিত গোষ্ঠীর শিথিল কাঠামো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংগালী মুসলিম সমাজে গোষ্ঠীর শিথিল কাঠামো বিশেষ বৈশিষ্ট মন্ডিত কেন না হিন্দু সমাজে গোষ্ঠী কাঠামো অনেক শক্তিশালী বিশেষ করে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানদির আধিক্যের জন্য যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। যেমন তুলনামূলক ভাবে বাংগালী হিন্দুদের আত্মীয়তা সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক ও ধর্মীয় নীতিমালা (ritual) কঠোর।[২১]

খন্দকার পদবী ফার্সী শব্দ 'খোয়ান্দাগার' (khawandgar) থেকে এসেছে যার অর্থ 'সুন্নৎকারী' বা লিঙ্গাগ্রের ত্বকছেদকারী।[২২] এ পদবীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা হোক না কেন বাংলাদেশে এ পদবীর অধিকারী-গণ বাংলায় ইসলাম প্রচারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল। বলাই বাহুল্য যে এ পদবী ব্যবহারকারী লোকগণ সারা বাংলাদেশে খান্দানী বা মর্যাদাবান রূপে গণ্য হয়ে থাকেন। তবে বর্তমানে শিমুলিয়া গ্রামে এ পদবীর গোষ্ঠীর লোকগণ এ পদবীকে খান্দানী বা মর্যাদাবান বলে গণ্য করে না। এ গ্রামে একটি মাত্র ছোট গোষ্ঠী আছে যার পদবী খন্দকার। এ গোষ্ঠির বংশ পদবী নেওয়ার সময় আমি জানতে পাই যে এ গোষ্ঠীর স্থানীয় প্রতিষ্ঠাতা ঘর জামাই হিসেবে

পাশের গ্রাম থেকে এ গ্রামে এসেছিল। আমি যখন তথ্য নেই তখন এ গোষ্ঠীর প্রত্যকটি পরিবার অত্যন্ত গরীব; তারা কেউও তাদের দারিদ্রতার জন্য খন্দকার গদবী ব্যবহার করে না। এ প্রসংগে আমি খন্দকার পদবীর মর্যাদার কথা গ্রামবাসীকে জিজ্ঞেস করেছি। তারা মন্তব্য করছে যে খন্দকার পদবী খান্দানী বা মর্যাদাবান নিঃসন্দেহে তবে তাদের দারিদ্রতার কারণে তাদের পক্ষে খান্দানী চাল চলন (life-style) রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে গ্রামের লোকগণ এ গোষ্ঠীকে অন্য সাধারণ গোষ্ঠীর মত দেখে থাকে।

বেপারী পদবী বাংলা শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। শিমুলিয়া গ্রামে দু'টো বেপারী গোষ্ঠী আছে; কিন্তু শিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃতভাবে কম ব্যবসায়ীগণ এ পদবী ব্যবহার করে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা মিয়া পদবী বা কোন পদবীই ব্যবহার করে না।

উপরের তথ্য থেকে বলা যেতে পারে যে পিতৃসূত্রীয় পদবী শিমুলিয়া গ্রামের গোষ্ঠী সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নয়। সম্ভবতঃ সারা বাংলাদেশের গোষ্ঠী সংগঠন মোটামুটিভাবে শিমুলিয়া গ্রামের মত। উপরের তথ্যে আমরা দেখেছি যে পিতৃসূত্রীয় পদবী ব্যবহারের ব্যাপারে গোষ্ঠী সদস্যদের জন্য কঠোর নীতিমালা নেই বরং একজন সদস্যের নিজের পদবী ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ স্বাধীনতা রয়েছে। এ ছাড়া আমরা দেখেছি যে গোষ্ঠীর সদস্যদের মাঝে পিতৃসূত্রীয় গোষ্ঠী ধারা বিচ্ছিন্নতায় ভরা। যেমন আমরা দেখেছি মুন্সী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যে এ গোষ্ঠীর তিনটি অংশের সাথে একে অপরের সম্পর্ক নেই বললে চলে। পিতৃসূত্রীয় পদবী এ অংশগুলি বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার করে থাকে। এ ধরনের ধারা থেকে আমরা বলতে পারি যে বাঙ্গালী মুসলিমদের মাঝে গোষ্ঠী সংগঠনে খুব কমই ধরাবাধা (explicit rules) নিয়ম রয়েছে যা হিন্দু আত্মীয়তার সম্পর্কে আমরা লক্ষ্য করি।[২৩]

বাড়ী (homestead)ঃ বাড়ী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে "জলের পাত্র" থেকে যা বুঝায় দেবতা পূজোয় নিমগ্ন।[২৪] বাড়ী আবার বেড়ী বা বেড়া শব্দের সমার্থ (cognate) যা বেড়া বা গণ্ডীকে বুঝায়।[২৫] শিমুলিয়া এবং সারা বাংলাদেশে বাড়ীকে গোষ্ঠীর আবাস স্থানকে বুঝিয়ে থাকে যেখানে গোষ্ঠীর বেশীর ভাগ সদস্য এক সাথে বসবাস

করে। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে বাড়ী শব্দটি বহু অর্থ বোধক। যেমন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাড়ীকে গোষ্ঠী অথবা বংশ অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে এটা নির্ভর করে কি ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। বাড়ী অনেক সময় গ্রাম অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি যখন অন্য একটি গ্রামে যায় তখন লোকজন জিজ্ঞেস করে "আপনার বাড়ী কোথায়?" এ ক্ষেত্রে বাড়ী গ্রাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাড়ী আবার পরিবারকে বুঝাতে পারে। যেমন কেউ যদি বলে "তুমি আমার বাড়ী এসো" সে ক্ষেত্রে বাড়ীকে পরিবার বুঝিয়ে থাকে। বাড়ীর এ ধরনের বহু অর্থবোধক ধারণা সারা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। তবে বাড়ীর বহু অর্থ থাকা সত্বেও এ সমাজতাত্ত্বিক অর্থ হল কোন পিতৃসূত্রীয় গোষ্ঠীর আবাস স্থান। অর্থাৎ, গোষ্ঠীর সদস্যগণ যখন একটি একক আবাস স্থান সবাই মিলে ব্যবহার করে তাকে বাড়ী বলা হয়। একটি বাড়ী সাধারণতঃ পিতৃসূত্রীয় গোষ্ঠীর কয়েকটি পরিবার নিয়ে সংগঠিত হয়ে থাকে। তবে আদর্শ নির্মিত (ideal construct) হিসেবে একটি বাড়ী হল একটি গোষ্ঠীর আবাস স্থান। তবে শিমুলিয়া গ্রামে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখতে পেয়েছি ঃ যেমন কিছু বাড়ীতে পিতৃসূত্রীয় গোষ্ঠীর আত্মীয়ের সদস্যও দেখেছি। এ ছাড়া শিমুলিয়া গ্রামের একটি গোষ্ঠীর মধ্যে ১৪টি গোষ্ঠীর দুই এর অধিক বাড়ী রয়েছে।

আমাদের তথ্য দেখাচ্ছে যে নিম্নে উল্লেখিত কারণগুলোর জন্য উপরে বর্ণিত ব্যতিক্রমধর্মী বাড়ীর উদ্ভব হয়েছে। যেমন, প্রথমতঃ শিমুলিয়া গ্রাম নদী গর্ভ থেকে জেগে উঠেছে। গোষ্ঠীর বংশ পঞ্জী নির্দেশ করছে যে শিমুলিয়া গ্রামের অর্ধেকের মত গোষ্ঠী বাইরে থেকে এসে এখানে তাদের বাসস্থান নির্মাণ করেছে ফলে দেখা গেছে যে এ ধরনের বাড়ীতে দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীর সদস্যগণ 'এক সাথে বসবাস করছে। দ্বিতীয়তঃ ষাটের দশকে গ্রামের হিন্দুদের এক যোগে' ভারতে স্থানান্তরের ফলে কিছু কিছু হিন্দু বাড়ী পরিত্যক্ত হয়েছে এবং সে গুলো গ্রামের মুসলিমদের কাছে বিক্রী হয়েছে। এ ধরনের বাড়ীতেও আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যগণ এক সময়ে বসবাস করছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে পিতৃসূত্রীয় গোষ্ঠীর আত্মীয়তা সম্পর্কের নীতিমালা এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না। তবে

শিমুলিয়ার কিছু গোষ্ঠী তাদের সব সদস্য নিয়ে কোন কোন হিন্দু পরিত্যক্ত বাড়ীতে বাসস্থান নির্মাণ করেছে। তবে এদের সংখ্যা কম। তৃতীয়তঃ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে গোষ্ঠীর জন সংখ্যার চাপের ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যগণ পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ীতে বাসস্থান নির্মাণ করেছে সেখানে তারা অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকজনের সাথে বসবাস করছে। তবে শিমুলিয়াতে কিছু কিছু বাড়ী রয়েছে যা গোষ্ঠীর সম্প্রসারণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে শুধু গোষ্ঠীর সদস্যগণ বসবাস করেছে। তবে এখানে বলা দরকার যে উপরে উল্লেখিত আলোচনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে এক গোষ্ঠীর সদস্যগণ বিভিন্ন বাড়ীতে বসবাস করছে অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে। এ ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সদস্যগণ নিজ নিজ পিতৃ সূত্রীয় গোষ্ঠীর আত্মীয় স্বজনের, যেমন, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের প্রবণতা দেখা যায়। তবে শিমুলিয়া গ্রামের গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য থেকে দেখা যায় যে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানাদিতে যোগদানের পূর্ব শর্ত হল গোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পারিক আর্থিক অবস্থা এবং সংস্কৃতিগত ভাবে আত্মীয়তার দিক থেকে কতটুকু ঘনিষ্ঠ। তবে আমি লক্ষ্য করেছি যে প্রথমোক্ত শর্ত শেষোক্ত থেকে প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

বাড়ীর প্রত্যেকটি পরিবার হল স্বতন্ত্র একক। বসত-বাড়ী গাছ-পালা এবং শাক শব্জীর বাগান হল সাধারণতঃ প্রত্যেকটি পরিবারের সম্পত্তি। তবে প্রত্যেকটি বাড়ীর কিছু যৌথ সম্পত্তি রয়েছে যেমন পুকুর এবং বৈঠকখানা। তবে কিছু কিছু বিত্তবান পরিবারের নিজস্ব বৈঠক খানা এবং পুকুর রয়েছে। একটি বাড়ীর জন্য পুকুর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; এটা শুধুমাত্র ধোয়া-মোছা বা গোসলের জন্য নয় বরং মাছের জন্য। যেমন একটি পুকুর বাড়ীর লোকদের মাছের প্রয়োজন বেশ খানিকটা মিটিয়ে থাকে। তবে বিত্তবান পরিবার গুলো তাদের নিজস্ব পুকুরে মাছের চাষ করে থাকে। এ ছাড়া পারিবারিক বৈঠক খানা এবং পুকুর সমাজে মর্যাদার নির্দেশক; পুকুরে শান বাঁধানো ঘাটও মর্যাদার প্রতীক।

উপরের আলোচনায় আমি বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝে আত্মীয়তা সম্পর্কে পিতৃগোষ্ঠীর কিছু বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর আলোকপাত করেছি। আমার আলোচনা মূলতঃ দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম এবং

বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের আত্মীয়তা সম্পর্কের প্রেক্ষাপটকে ঘিরে। প্রথমতঃ আমরা দেখেছি যে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে হিন্দু বর্ণ প্রথার অস্তিত্ব নেই; আত্মীয়তা সম্পর্কে বিশেষ করে পিতৃগোষ্ঠী প্রথার নীতিমালা নমনীয়। হিন্দু আত্মীয়তা সম্পর্কে বিশেষ করে পিতৃগোষ্ঠী সম্পর্কীয় প্রত্যায়াদি ভিন্ন এবং স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত। আমরা দেখেছি যে বাঙ্গালী হিন্দু আত্মীয়তার সম্পর্কের তুলনায় শিমুলিয়ার মুসলিম গোষ্ঠী সংগঠন নমনীয় এবং এতে তেমন কোন বাধা ধরা নীতিমালা নেই। যদিও আদর্শগতভাবে শিমুলিয়ার মুসলিম গোষ্ঠী ধারা পিতৃ সূত্রীয় কিন্তু বাস্তবে মাতৃ গোষ্ঠীয় এবং বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়দের গুরুত্বও কম নয় ফলে এর সরূপ অনেকটা দ্বিপাক্ষিক বংশাবলী বা bilateral descent এর রূপ নিয়েছে। অসংস্থামূলক গোষ্ঠী-কাঠামোর জন্য গোষ্ঠীর মধ্যে এমনিতেই ধনী গরীবের অস্তিত্ব রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বাজার অর্থনীতি প্রবিষ্ট হওয়ায় ফলে গোষ্ঠীর মধ্যে ধনী ও গরীবদের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুতবেগে। এতে মনে হয় যে গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। শিমুলিয়ার গোষ্ঠীপঞ্জী ব্যবহারের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখা যায়। বেশীর ভাগ গোষ্ঠীর কোন পদবী নেই এবং একজন সদস্যের পদবী ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচুর স্বাধীনতা রয়েছে। বাড়ী মূলতঃ গোষ্ঠীর আবাস স্থান, তবে শিমুলিয়াতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যগণ একই বাড়ীতে বসবাস করতে দেখা যায়। সবশেষে আমি বলতে চাইছি যে শিমুলিয়ার মুসলিম গোষ্ঠী সংগঠন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এতে শ্রেণী বৈষম্যের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তথ্যপঞ্জী

১. Hamza Alavi, "Kinship in West Punjab Villages" *Contributions to Indian Sociology*, N. S. 6, 1972, p. 1.

২. Peter J. Bertocci, *Elusive Villages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan*, Unpublished Ph. D. dissertation, Michigan State University, 1970; A.K.M. Aminul Islam, *A Bangladesh Village. Conflict and Cohesion: An Anthropological Study of Politics*, Cambridge, Mass, Schenkman Publishing Company, 1974;

B. K. Jahangir, *Dilffntiation, Polarisation and Confrontation in Rural Bangladesh*, Dacca, Centre for Social Studies, Dacca University, 1979, H. K. Arefeen, *The Hindu Caste Model and the Muslim System of Stratification in Bangladesh*, Unpublished M. A. thesis in Anthropology, Memorial University of Newfoundland, Canada, 1976; *The Concept of Caste among the Indologists*, Centre Paper no 2, Centre for Social Studies, Dacca University, 1977; "Muslim Stratification Patterns in Bangladesh; An Attempt to Build a Theory" *The Journal of Social Studies*, Dhaka University, 1982.

৩. H. K. Arefeen, প্রাগুক্ত।

৪. এ সেচ প্রকল্প ১০ লক্ষ ডলার আই, ডি, এ, ঋণে ১৯৬৮ সনে সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের অধীনে ১৫০০ একর জমি সেচের উপযুক্ত।

৫. H. K. Arefeen, *Changing Agrarian Structure in Bangladesh, Shimulia; A Study of a Peri urban Village*, Centre for Social Studies, Dhaka University, 1986.

৬. আমি এখানে ভারতের পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশকে বুঝিয়েছি।

৭. Z. Eglar, *A Punjabi Village in Pakistan*, New York, Columbia University Press, 1960; Saghir Ahmad "Social Stratification in a Punjabi Village" *Contributions to Indian Sociology*, N. S. 4, 1970; Hamza Alavi, "The Politics of Dependence—A Village in West Punjab" *South Asian Review* 4 (2), 1971; "Kinship in West Punjab Villages," 1972; Akbar S. Ahmed, *Pakhtun Economy and Society: Traditional Structure and Economic Development in a Tribal Society*, London, Boston and Henley, Routledge & Kegan Paul, 1980.

৮. Lina Fruzzetti and Akos Ostor, "Seed and Earth: A Cultural Analysis of Kinship in a Bengali Town" *Contributions to Indian Sociology*, N. S 10. vol I, 1976; Ronald B. Inden and Ralph W. Nicholas, *Kinship in Bengali Culture*, Chicago, University of Chicago Press, 1977; David M Shncider, *American Kinship*, Englewood Cliffs, N. J., 1968.

৯. জাপানী নৃবিজ্ঞানী Tadahiko Hara বাঙ্গালী মুসলিম আত্মীয়তার নমনীয়

কাঠামোকে "আকার বিহীন" (shapeless) বলেছেন। নিঃসন্দেহে তার এ উক্তি সরলীকরণ পর্যায় পড়ে। এ সত্ত্বেও এতে ফুটে উঠেছে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের আত্মীয়তা সম্পর্ক খুব কম কঠোর নীতিমালার অবস্থিতি। দেখুন, *Paribar and Kinship in a Muslim Rural Village in East Pakistan*, Unpublished Ph. D. dissertation, Australian National University, 1967, p. 213.

১০. হিন্দুদের ক্ষেত্রে 'কুল' 'বংশ' এবং গোষ্ঠী অর্থ ভিন্ন। যেমন কুল তাদের ক্ষেত্রে এমন সব গোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের বংশপঞ্জী বেশ লম্বা। কুল আবার এর 'বীজ পুরুষের' পদবী দ্বারা পরিচয় লাভ করে থাকে। সাধারণতঃ বীজ পুরুষ একজন মানুষ যিনি অনেক আগে বেঁচে ছিলেন এবং তার উত্তর পুরুষগণ তাকে স্মরণ করে থাকে। একটি বংশ হল স্থানীয় কুলের অংশ বিশেষ যা কুলের বীজ পুরুষকে গণ্য করে তবে স্থানীয় বীজ পুরুষদের বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে। (বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, Morton Klass, "Marriage Rules in Bengal" *American Anthropologist*, 89, 1966, pp 951-970; Ronald B. Inden, *Marriage and Rank in Bengali Culture: A History of Caste and Class in Middle Period Bengal*, Los Angeles, University of California Press, 1976; Marvin Davis, "A Philosophy of Hindu Rank from Rural West Bengal" *Journal of Asian Studies*, 34 (1), 1976; Ronald B. Inden and Ralph W. Nicholas, *Kinship in Bengali Culture*, 1977)। গোষ্ঠী বাঙ্গালী হিন্দুদের জন্য বংশের যে কোন একটি স্থানীয় অংশকে বুঝায়। কুল হিন্দু আত্মীয়তা সম্পর্ক ভিন্ন অর্থ-বোধক; কিন্তু মুসলিমদের ক্ষেত্রে এ প্রত্যয় পদমর্যাদা বুঝিয়ে থাকে। এ ছাড়া মুসলিম সমাজে গোষ্ঠী এবং বংশ প্রত্যয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

১১. ইয়েনেকা আরেন্স এবং ইওস ফান বুরোদেন তাদের গ্রন্থ "ঝগড়াপুর, গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও নারী," ১৯৮০, পৃঃ ১৩৭-১৩৩-এ গোষ্ঠী এবং বংশের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তাদের মতে গোষ্ঠী বুঝাতে পিতৃ সম্পর্কীয় আত্মীয় নাও হতে পারে। তাঁরা দেখিয়েছেন যে সুপ্রতিবেশী, পারস্পারিক সহায়তা, পেশাভিত্তিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক গোষ্ঠী প্রত্যয়ের পর্যায়ে পড়ে। এমনকি তাঁরা গ্রামের দলকে (faction) ও গোষ্ঠীর সাথে সনাক্ত করেছেন। আমার মনে হয় তাঁরা গোষ্ঠী প্রত্যয়কে ঠিকভাবে বুঝাতে পারেনি কেননা গ্রামের অধিবাসীগণ তাদের দৈনন্দিন আলোচনায় এ প্রত্যয় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকে।

১২. Peter J. Bertocci, *Elusive Villages*, 1970; A. K. M.

Aminul Islam, *A Bangladesh Village*, 1974 ; B K. Jahangir, *Differentiation, Polarisation and Confrontation*, 1979.

১৩. Kibriaul Khaleque, "Adoption of Wet Cultivation and Changes in Property Relations among the Bangladesh Garo" *The Journal of Social Studies*, No. 20, April 1983, pp 87-116.

১৪. H. K. Arefeen, "Some Aspects of Marriage Practices among the Muslims of Bangladesh" *The Journal of Social Studies*, No 29, July 1985, pp. 68-80.

১৫. Tadahiko Hara, *Paribar and Kinship*, 1967 ; Peter J. Bertocci, *Elusive Villages*, 1970 ; G. D. Wood, "Class Differentiation and Power in Bondokgram : The Minifunduist Case" in A. Huq (ed) *Exploitation and the Rural Poor*, BARD, Comilla, 1976 ; B. K. Jahangir, *Differentiation, Polarisation and Confrontation*, 1979 ; আরেন্স ও ব্যুরোদেন। ঝগড়াপুর, ১৯৮০

১৬. Kibriaul Khaleque, "Adoption of Wet Cultivation and Changes . . ." 1983 ; Claude Meillassoux, "The Economy in Agricultural Self-Sustaining Societies : A Preliminary Analysis" pp 127-157 ; Mare Auge, "Status, Power, and Wealth : Relations of Lineage, Dependence and Production in Alladian Society " pp 389-412, in David Seddons (ed), *Relations of Production, Marxist Approach to Economic Anthropology*, Frank Cass, 1980.

১৭. দেখুন, I. Inayatullah, "Caste. Patti and Faction in the Life of a Punjab Village" *Sociologus* 8, 2 1958, pp 36-46 ; Z. Eglar, *A Punjabi Village*, 1960 ; F. Barth, "The System of Social Stratification in Swat, North Pakistan" in E. Leach (ed.), *Aspects of Caste in South India, Ceylon and North Pakistan* Cambridge, Cambridge University Press (Cambridge Papers in Social Anthropology, No 2) ; John I. Honigmann, "Education and Career Specialization in West Pakistan Village of Renomen" *Anthropos*, 55, 1960, p 825 ; Saghir Ahmad, "Social Stratification in a Punjabi Village," 1970 ; Hamza Alavi, "The Politics of Dependence—A Village in West Punjab," ।

১৮. হরিশ চরণ বন্দোপাধ্যায়, "বংশীয় শব্দ কোষ" নতুন দিল্লী, সাহিত্য আকাদামী, ১৯৬৬।

১৯. এক ধরনের কারুকাজ করা মসলিন শাড়ী।

২০. James Wise, "On the Barah Bhuiyas of Eastern Bengal" *Journal of the Asiatic Society of Bengal, XLIII*, Part I, No III, 1874 ; 197-214, Peter J. Bertocci এর "Community Structure and Social Rank in Two Villages in Bangladesh" *Contributions to Indian Sociology*, N. S. 1972, pp 28-51 থেকে নেওয়া হয়েছে।

২১. Lina Fruzzetti and Akos Ostor, "Seed and Earth . . ." 1976, pp 37-132 ; Ronald B. Inden and Ralph W. Nicholas, *Kinship in Bengali Culture*, 1977.

২২. James Wise, "The Muhammedans of Eastern Bengal" Journal of the Asiatic Society of Bengal, LXIII, LXV and LXVII, Part III, No 1, 1903, 463-76, Peter J. Bertocci এর "Community Structure and Social Rank . . ." 1972, থেকে দেওয়া হয়েছে।

২৩. ১০ নং নোট দেখুন।

২৪. সুকুমার সেন এ সংজ্ঞা দিয়েছেন। সংজ্ঞা থেকে মনে হচ্ছে যে অবস্থান বা বাড়ী একজন দেবতাকে কেন্দ্র করে। সম্ভবতঃ হিন্দুদের মাঝে বাস্তু বা ভিটা পূজার প্রচলন থেকে এসেছে। দেখুন, Sukumar Sen, *An Etymological Dictionary of Bengali*, C. 100-18 A.D., vol-2, Calcutta, Eastern Publishers, 1971, p. 645.

২৫. প্রাগুক্ত।